www.YaNabi.in

তারাবিহ ৮ রাকাআত নয়-বরং ২০ রাকআত

আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবী লোকেরা ৮ রাকআত তারাবিহ নামায পড়েন- ২০ রাকআত পড়েন না। তারা বোখারী শরীফে বর্নিত হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হাদীসখানা দলীল হিসাবে পেশ করেন-

عَنْ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهٗ سَاَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلٰوةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلَا فِىْ غَيْرِهٖ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْئَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ اَرْبَعًا فَلَا تَسْاَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّىْ ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَنَامُ قَبْلَ اَنْ تُوْتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِىْ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ ـ

অর্থাৎ-"হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান হতে বর্নিত, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন-রমযান মাসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর (রাত্রের) নামায কি ধরনের ছিল? উত্তরে আয়েশা (রাঃ) বললেন-তিনি রমযান ও অন্যান্য মাসে ১১ রাকআতের বেশী কখনও পড়তেন না। প্রথমে তিনি ৪ রাকআত পড়তেন। ঐ ৪ রাকআত নামায উত্তম রূপে ও এতো দীর্ঘায়িত করে পড়তেন- সে সম্পর্কে আর জিজ্ঞেস করোনা। তারপর আবার ৪ রাকআত উত্তমরূপে ও এতো দীর্ঘায়িত করে পড়তেন। তারপর ৩ রাকআত বিতর পড়তেন। আমি (আয়েশা রাঃ) এ অবস্থা দেখে আরয করলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি কি বিতিরের পূর্বে ঘুমাবেন না? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন-হে আয়েশা! আমার দুই চোখ নিদ্রা যায় বটে, কিন্তু ক্বলব নিদ্রা যায় না"। (সদা জাগ্রত থাকে)-বুখারী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ব্যাখ্যা ঃ এই একটি মাত্র হাদীসকেই তারা তারাবিহ ৮ রাকআত প্রমান করার জন্য দলীল হিসাবে পেশ করে থাকে এবং ইহাকে কিয়ামুল লাইল নামে অভিহিত করে।

সম্মানিত পাঠকগন লক্ষ্য করুন, ঐ ৮রাকআত ছিল সব সময়ের তাহাজ্জুদের নামায এবং শেষের ৩ রাকআত ছিল বিতিরের নামায। কেননা, রমযান ও অন্যান্য মাসের কথা এখানে উল্লেখ রয়েছে। তাই ইহা তারাবিহ হতে পারেনা। এই হাদীসের সাথে তারাবিহ নামাযের কোনই সম্পর্ক নেই। সুতরাং ইহা তারাবির দলীল নয়- বরং তাহাজ্জুদ নামাযের দলীল। সদা সর্বদার ঐ ১১ রাকআত নামায ছিল শেষ রাত্রের। সুতরাং ইহা তারাবিহ হতে পারেনা। কেননা, তারাবিহ হয় শুধু রমযানে এশার সাথে- কিন্তু অত্র হাদীসে আছে সারা বছরের কথা। প্রশ্ন ছিল রমযানের রাত্রের নামায সম্পর্কে, কিন্তু মা আয়েশার জবাব হলো সারা বৎসরের নামায সম্পর্কে। এতেই বুঝা গেল-ইহা তারাবিহ নামায নয়। বুখারী শরীফের হাদীসে তারাবিহ শব্দ নেই। সাহাবীর উদ্দেশ্য ছিল- রমযানের রাত্রে হুযুর (দঃ)-এর কোন বিশেষ ধরনের নামায ছিল কিনা। মা আয়েশা (রাঃ) বললেন- না।

হুযুর (দঃ) তারাবিহ নামায কখন এবং কত রাকআত পড়েছিলেন ?

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক বৎসর রমযান মাসের মাত্র তিন রাত্রে সাহাবীগনকে নিয়ে ২০ রাকআত করে তারাবিহ পড়েছিলেন। হাদীসখানা হলো-

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْأً مِّنَ الشَّهْرِ حَتّٰى بَقِىَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

تَنَفَّلْتَنَا قِيَامَ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فَقَالَ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كُتِبَ اللّٰهُ لَهٗ قِيَامَ لَيْلَةٍ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا حَتّٰى بَقِىَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ اَهْلَهٗ وَنِسَاءَهٗ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى خَشِيْنَا اَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْدَاؤُدَ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ-

অর্থঃ "হযরত আবু যর গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-আমরা রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে রোযা পালন করেছি-কিন্তু রাত্রে তিনি আমাদেরকে নিয়ে কোন নামায পড়েননি। এভাবে ২২ দিন কেটে গেলো। ৭দিন বাকী থাকতে ২৩ তম রজনীতে তিনি আমাদেরকে নিয়ে রাত্রের ১ম প্রহরে নামায পড়ালেন। এভাবে রাত্রের এক তৃতীয়াংশ সময় লাগলো। ৬ষ্ঠ রজনী বাকী থাকতে (২৪ শে রাত্র) তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ার জন্য বের হলেন না। ৫ম রজনী বাকী থাকতে (২৫শে রাত্র) তিনি পুনরায় আমাদেরকে নিয়ে অর্ধ রজনী পর্যন্ত নামায আদায় করলেন। আমি আরয করলাম-ইয়া রাসুলাল্লাহ্! কত ভাল হতো-যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে আরও বেশী রাত পর্যন্ত সুন্নাত নামায পড়াতেন। তদুত্তরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন-"কোন ব্যক্তি যদি ইমামের সাথে রাত্রে নামায আদায় করে এবং ইমাম কিছু রাত্র বাকী থাকতেই যদি নামায সমাপ্ত করে দেন-তাহলে পূর্ণ রাত্রের জাগরনই আল্লাহ্ তার জন্য লিখেন। আবু যর (রাঃ) বলেন-৪র্থ রজনী বাকী থাকতে (২৬শে রাত্র) তিনি আর আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়ার জন্য ঘর হতে বের হলেন না। ৩য় রজনী বাকী থাকতে (২৭শে রাত্র) নামায পড়ার জন্য তিনি পুনরায় আমাদেরকে নিয়ে এবং আপন পরিবার পরিজন ও স্ত্রীদেরকে নিয়ে এবং অন্যান্য লোক একত্রিত করে নামায পড়ালেন। এদিন তিনি এত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দীর্ঘ সময় ধরে নামায পড়ালেন যে, আমরা ভয় করছিলাম- আমাদের "ফালাহ" এর সময় চলে যায় নাকি? রাবী বলেন-আমি জিজ্ঞেস করলাম-"ফালাহ" চলে যাওয়ার অর্থ কি? হযরত আবু যর (রাঃ) বললেন- "ফালাহ" অর্থ সাহ্‌রীর সময়। এরপর রমযান মাসের বাকী দিনগুলোতে তিনি হুজরা থেকে আর বের হননি"। (তিরমিজি, নাছায়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্)।

উক্ত হাদীসখানা হলো জামাতে তারাবিহ নামায পড়ার দলীল। এতে দেখা যায়-২৩, ২৫ ও ২৭ শে রাত্র - এই তিন রাত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামাতের সাথে তারাবিহ পড়েছিলেন। কত রাকআত পড়েছিলেন-এই হাদীসে তা উল্লেখ না থাকলেও অন্য হাদীসে ২০ রাকআতের প্রমান পাওয়া যায়।

সুতরাং প্রমাণিত হলো-হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীস হলো তাহাজ্জুদ সংক্রান্ত-যা সারা বৎসর শেষরাত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ সময় ধরে পড়তেন। আর হযরত আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্নিত হাদীস হলো তারাবিহ সম্পর্কে- যা এশার পর শুরু হতো এবং গভীর রাত পর্যন্ত পড়া হতো। এমন কি- সাহরীর আগ পর্যন্তও তা পড়তেন। তাই আহলে হাদীস ওয়ালাদের উক্ত দলীল তারাবিহ নামাযের সাথে সম্পর্কহীন। তাদের ব্যাখ্যাটিই অপব্যাখ্যা। তারাবিহর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

২০ রাকআতের প্রমাণ

হুযুরের সাথে সাহাবীগনের তারাবিহ নামায যে ২০ রাকআত ছিল এবং হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ঐ ২০ রাকআতই পূণরায় চালু করা হয়েছিল-তার প্রমাণ নিম্নরূপঃ

১)হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ- وَزَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ (اِبْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَطَبْرَانِىْ وَالْبَيْهَقِىُّ وَبَغَوِىُّ)-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থঃ- "হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন-নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযান মাসে বিতির ছাড়া ২০ রাকআত (তারাবিহ) নামায আদায় করতেন। বায়হাকীর বর্ননায় এসেছে- বিনা জমাতে- একাকী পড়তেন"। (ইবনে আবি শায়বা, তাবরানী, বায়হাকী ও বগভী)।

-হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ননায় বুঝা গেল-পূর্ন রমযান মাস হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী ২০ রাকআত ঘরে পড়তেন। আবু যর গেফারীর মতে ২৩, ২৫, ২৭ এই তিনদিন মাত্র জামাতে পড়িয়েছেন। আবু যর (রাঃ)-এর হাদীসে বুঝা যায়- তিনদিন ব্যতীত বাকী ২৭ দিন হুযুর (দঃ) একাকী ঘড়ে পড়তেন। ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় বুঝায় যায়- ৩০ দিনই একাকী ঘরে ২০ রাকআত পড়তেন। আর মা আয়েশার বর্ণনায় ৮ রাকআত ছিল কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ। এজন্যই ইহা প্রত্যেকের জন্য সুন্নাতে মোয়াক্কাদা হয়েছে।

২) ইমাম মালেক হযরত ইয়াজিদ ইবনে রুমান (রাঃ) থেকে বর্ননা করেন-

كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِىْ رَمَضَانَ بِثَلٰثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً۔

অর্থঃ "হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফত যুগে সাহাবী ও তাবেয়ীগন (৩ রাকআত বিতির সহ)-২৩ রাকআত পড়তেন (মোয়াত্তা ইমাম মালেক)।

এতে ২টি মাসআলা জানা গেলো (১) তারাবিহ ২০ রাকআত (২) বিতির ৩ রাকআত"।

৩) আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী (রাঃ) বলেন-

اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلٰى اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً۔

অর্থাৎ- "সাহাবীগনের ঐক্যমত্য হলো-তারাবিহ ২০ রাকআত"।

৪)ইমাম বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) এর আমল সম্পর্কে বর্ণনা করেন-

اِنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ دَعَا الْقُرَّاءَ فِىْ رَمَضَانَ ثُمَّ اَمَرَ رَجُلًا اَنْ يُّصَلِّىَ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً۔ وَكَانَ عَلِىٌّ يُوْتِرُ بِهِمْ۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থ-"হযরত আলী (রাঃ) তার খেলাফত যুগে ক্বারীগণকে (হাফেজ) রমযানে ডেকে এনে একজনকে হুকুম দিতেন- লোকদের নিয়ে ২০ রাকআত তারাবিহ পড়াবার জন্য। (বাকী হাফেযগণ লোকমা দিতেন) আর তিনি নিজে পড়াতেন বিতির। (সুনানে বায়হাকী হযরত আবদুর রহমান ছুলামী সূত্রে)।

বুঝা গেলো-হযরত আলীর যামানায় "পাঁচ তারবিহা" দ্বারা ২০রাকআত নামায আদায় করা হতো। এক তারবিহায় ৪ রাকআত হয়। এভাবে ৫ তারবিহায় ২০ রাকআত হয়। হযরত আলীর এই আমলই সুন্নীদের দলীল।

আক্বলী দলীল

"তারাবিহ" শব্দটি বহুবচনেরও বহুবচন বা جمع الجمع ইহার সর্বনিম্ন সংখ্যা হতে হবে ৩ তারবিহা-অর্থাৎ-১২ রাকআত। এর কম হলে তারাবিহ নামকরণ শুদ্ধ হবে না। অতএব, আহলে হাদীস বা লা-মাযহাবীদের ৮ রাকআতের দাবী কোন মতেই প্রমানিত হয়না। তাই তারা তারাবিহ নাম না দিয়ে "কিয়ামুল লাইল" বলার কৌশল অবলম্বন করেছে। এটা তাদের প্রতারনা। তারা এক কিতাবের মুন্সী।

উপরের ৪টি দলীল ছাড়া আরো অনেক রেওয়ায়াত আছে। সুন্নী মুসলমানরাই সঠিক পথে আছে। আহলে হাদীসরা বাতিল। তারা তাহাজ্জুদের হাদীসকে তারাবিহ'র হাদীস বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছে।

কেউ যদি তাদেরকে প্রশ্ন করে-হযরত আয়েশার হাদীসে তো "তারাবিহ" শব্দ নেই-আপনারা কী করে বলছেন তারাবিহ ৮ রাকআত? তখন তারা বলে-"এই ৮ রাকআতকে কিয়ামুল লাইলও বলা যায় এবং তারাবিহও বলা যায়"। এটা প্রতারণা মাত্র।

www.YaNabi.in